দৈনিক ইত্তেফাক

019

তারিখ 10 APR 1988
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্যের অবসান না ঘটিলে উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হইবে

এরশাদ

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

প্রেসিডেন্ট এরশাদ গতকাল (শনিবার) জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ উদ্বোধনকালে বলেন, বর্তমান বিদ্যাহীন সার্টিফিকেট ও বিদ্যাহীন ডিগ্রী লাভের প্রবণতা হইতে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে অবশ্যই মুক্ত করিতে হইবে। তিনি দেশের রাজনীতিবিদসহ সংশ্লিষ্ট সকলের বিবেকের প্রতি নিজেদের হীন রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য, ছাত্রদের ব্যবহারের দ্বারা ভবিষ্যৎ বংশধরদের ধ্বংসের পথে ঠেলিয়া না দিয়া শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতিমুক্ত রাখার আবেদন জানাইয়াছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত শিক্ষা সপ্তাহের উদ্বোধন উপলক্ষে শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট বলেন, শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র রাজনীতির নামে বিরাজমান নৈরাজ্যময় পরিস্থিতির অবসান ঘটাইতে

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

এরশাদ

(১ম পৃঃ পর)

না পারিলে শিক্ষা সপ্তাহ পালন কিংবা অন্য কোন উন্নয়ন কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে। তিনি বলেন, বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতিমুক্ত রাখার জন্য আমাদের সকলকে প্রয়াস চালাইতে হইবে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিষ্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, শিক্ষা সচিব হেদায়েত আহমেদ ও শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব নুরুদ্দীন আল-মাসুদ বক্তৃতা করেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট নুরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী মওদুদ আহমদ, মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবর্গ পদস্থ সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ চট্টগ্রামে সাম্প্রতিক ছাত্র সংঘর্ষে দুইজন তরুণ ছাত্রের প্রাণহানিতে মর্মবেদনা প্রকাশ করেন। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে চট্টগ্রামে অর্ধদিবস হরতাল পালনের সমালোচনা করিয়া প্রেসিডেন্ট প্রশ্ন রাখেন: এই দুইটি তরুণ প্রাণ ঝরিয়া যাওয়ায় কে বা কাহারা সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইল? নিঃসন্দেহে তাহাদের পরিবার। আর এই হরতাল আহ্বানে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে গরীব রিকশাওয়ালা, দিনমজুর, ব্যবসায়ী, সাধারণ মানুষ। শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি থাকিলে দেশের সর্বাধিক ক্ষতি হইবে।

তিনি বলেন, বর্তমান সরকার দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি উৎপাদনমুখী যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। প্রেসিডেন্ট প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলেন, উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে গুণগত মান উন্নয়ন অপরিহার্য। কারণ উচ্চশিক্ষাই হইবে শিক্ষক, প্রশাসক, গবেষক তৈরীর মাধ্যম।

প্রেসিডেন্ট শিক্ষাক্ষেত্রে গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম বিশেষতঃ শিক্ষকদের বেতন সুযোগ-সুবিধা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বৃদ্ধির উল্লেখ করিয়া বলেন, প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক পদে মহিলাদের নিয়োগ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির ফলে ১৯৮১ সালের তুলনায় বর্তমানে দ্বিগুণ সংখ্যক মহিলা প্রাথমিক শিক্ষক পদে কর্মরত। আর ১৯৯০ সালের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশু-কিশোরদের সত্তর শতাংশকে বিদ্যালয়ে ভর্তির লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন করা হইবে। সরকার সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্য সামনে রাখিয়া আগাইয়া যাইতেছেন। আর কুড়ি লক্ষ নিরক্ষর লোকের সাক্ষরতা কর্মসূচী ইতিমধ্যেই শুরু হইয়াছে।

প্রেসিডেন্ট দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন, "রাজশাহীতে একবার যাওয়ার সময় আমি ছাত্রদের মিছিলের ব্যানারে লেখা দেখিলাম—তাহারা পরীক্ষায় নকল করার সুযোগ চাহে। ইহার চাইতে আর দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি শিক্ষা ক্ষেত্রে কি হইতে পারে?"

শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিষ্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের প্রবণতার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করিয়া বলেন, যে সকল বিদ্যালয়ে ছাত্রদের মধ্যে পাইকারী নকল প্রবণতা পরিলক্ষিত হইবে ঐ সকল শিক্ষা